

২ নং প্রঃ উঃ

ড্রপন শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ

আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা পৃথিবীর সূত্র গতির সর্বত্র আবার
বইয়ের বিচার বাইরে আরো অনেক কিছু দেখার ও শিক্ষার আছে।
অর্থাৎ বইয়ের জ্ঞানে পাশাপাশি বাস্তব জ্ঞানও দরকার। গ্রীষ্মের
ছুটিতে আমরা বাংলাদেশে ইতিহাস শ্রীতি) স্মৃতি স্মোনারগাঁও
দেখতে শিক্ষা সফরে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়
বইতে বাংলা বারো ঠুইয়াদের কাহিনী পড়েছি। স্মেই বারো ঠুই
য়াদের একজন ছিনেত স্মেই খাঁ। তারই অমরকীর্তি শ্রীতিহাসিক
স্মোনারগাঁও। স্মোনারগাঁওয়ে প্রাকৃতিক স্মোই প্রাচীন স্মোপত্রেব
নিদর্শন দেখতেই স্মোনারগাঁওয়ের যাওয়া নির্দিষ্ট নিলেছিলাম।
স্মোনা স্মোটায়া লাগা স্মেই আমরা দুজন স্মোনারগাঁও উদ্দেশ্যে
রওনা হলাম। ঢাকা কাছেই, তাই স্মোইতে স্মোই স্মোলা লাগল না
না। স্মোটার পাশে বিরাট দ্বিজন ইমারত। এখন স্মোই স্মোপ্রায়
সামনে স্মোই বড় পুকুর। চারপাশে স্মোই স্মোই গাছ। স্মোনা বর্ধানেস-
ঘাটের কাছে পাথরে স্মোদাই বসে। বীরমোদীর স্মোই প্রতিস্মোই-
তা বাংলা অবলুপ্ত স্মোইবীরের কথা স্মোইন বসিয়ে দেয়। এখানে ছে।
বসেছে স্মোই চার্য জয়নুলের প্রচেষ্টায় নির্মিত লোক ও কাপু-
স্মোই জাদুঘর এবং স্মোই খাঁ রাজধানী স্মোই জবন। স্মোটার
দুপাশে রয়েছে অনেক পুরানো স্মোইলিকা। প্রাচীন যুগের
অবাক করার সব স্মোই নিদর্শন। ইতিহাসের উত্থান পতনে
কাহিনী। শ্রমব দেখতে দেখতে যেন অতীতে শ্রমিয়ে গেলো।

নারায়নগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী সোনারগাঁও বাংলার ইতিহাসের এক
গৌরবোৎসব প্রাচীন জনপদ। প্রায় তিনশত বছর সোনারগাঁও
প্রাচীর বাংলা রাজধানী ছিল। সুলতান আমলের পটভূমিতে আমা-
দের সোনারগাঁও ঐতিহ্যের দিকে দিখান-ফিরে তাকিয়ে দেখতে এসে
নেয়া হয়েছিলো। সোনারগাঁও কে সুলতান সুবেদার ইসলাম খানের
সময়ে ১৬০৮ সালে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর
সোনারগাঁওয়ের গুরুত্ব হ্রাস হয়ে যায়। তথাপি সোনারগাঁও
আমাদের নিয়ে যায় সোনারগাঁও অতীতে কাছে।

পাতাল নগর পৃথিবী ১০০টি বিস্ময়প্রায় ঐতিহাসিক সাহসে
একটি যা নারায়নগঞ্জ জেলায় সোনারগাঁও এ অবস্থিত।
পাতাল বাংলা প্রাচীনতম সাহস। এক সময়ে বর্তী হিন্দু সম্রাট-
দাসের লোকদের বসবাস ছিলো। এখানে ছিলো সুলতানে জম-
জমাট ব্যবস্থা। প্রাচীন সৈ নগরী জেমন কিছু আর অবশিষ্ট
নেই। এখন আছে শুরুর দায়ের দেখার স্মৃতি ঐতিহাসিক পুরনো
বাড়িগুলো। স্মৃতি যাঁ এর আমলে বাংলা রাজধানী পাতাল
নগর। বড় নগর খাস নগর। পাতাল নগর প্রাচীন সোনার-
গাঁও এই তিন নগরে স্মৃতি পাতাল ছিলো সবচেয়ে আকর্ষ-
নীয়। এখানে কয়েক সাতার পুরনো অনেক ভবন রয়েছে।
যা বাংলা ঐতিহ্যের ইতিহাসের সাথে সঙ্গীত। ঢাকার খুব
কাছে ২০ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে নারায়নগঞ্জ এর খুব কাছে
সোনারগাঁওতে অবস্থিত এই নগর। সোনারগাঁও ২০ বর্গকিমি



প্রলাকাছড়ে এই নগরী গড়ে উঠে। ঐতিহাসিকভাবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর। জানা যায়, ২৪০০ সাতাব্দীতে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে পৃথিবী নাস্তি-দাস্তি শিক্ষকরা পড়াতে আসতেন। পানাম নগরী এর দুই ধারে উঁদানি-বেশিক আমলে মোট ৫২ টি স্কাপনা রয়েছে। এর উত্তর দিকে ৩২ টি এবং দক্ষিণ দিকে ২০ টি স্কাপনা অবস্থিত।

পানাম নগর ঘুরে এরপর চলে গোলান্ন মোজা স্লেখনা নদীর পাড়ে। আড়কের আবহাওয়া আর ঠান্ডা বাতাস। সব মিলে এক অন্যরকম অনুভূতি। পাড়ে বালু উঠানে কাণ্ড চলছে স্লেখনা যেতাই দেখলাম পাথর নদীতে ফেলা, স্লেখনা কিছুক্ষণ বসে পানিতে হাত দুঁয়ে দিলাম! আথ! স্লেখনার পানির তেঁটে এসে পা দুঁয়ে দিচ্ছে।

